Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জাঙ্গপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য /০ আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

চক্রবর্ত্তী সাইকেল ষ্টোর

সাইকেল, টায়ার, টিউব, হ্যাসাগ, গ্রামোফোন প্রভৃতি পার্টস্ বিক্রেতা ও মেরামতকারক। নির্দ্ধারিত সময়ে সাইকেল সরবরাহ করা হয়।

রঘুনাথগঞ্জ মেছুয়াবাজার (কদমতলা)

৪৩শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৩০শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৬৩ ইংরাজী 13th June. 1956 { ৫ম সংখ্যা

দূরের মানুষ কাছে হয়

ফটো যদি সঙ্গে রয়

রঘুনাথগঞ্জ কাপড়ে পটীতে শ্রীঅরুণ ব্যানার্জ্জীর ষ্টুডিওতে অনুসন্ধান করুন।

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম হোমিও প্রতিষ্ঠান

এখানে দি মডার্ণ হোমিও রিসার্চ ইনষ্টিটিউট কোম্পানী কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত যাবতীয় হোমিও ইন্জেকশান এবং পেটেণ্ট ঔষধ কোম্পানীর দরে বিক্রয় হয়। ব্যবহারে ফল সুনিশ্চিত। এই মাত্র বাহির হইল ডাঃ সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয় কৃত হোমিও ও বাইওকেমিক মতে "বসন্ত চিকিৎসা" মূল্য মাত্র আট আনা।

হ্যানিম্যান হল

খাগড়া, মুর্শিদাবাদ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩০শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৬৩ সাল।

অধিবাসের ঠ্যালা

—•—

বিবাহাদি শুভ কর্ম্মের এবং পূজার্চ্চনার পূর্ব্বে করণীয় মাঙ্গলিক কর্ম্মের নাম অধিবাস। বাইবেল শাস্ত্র যাঁহাদের "এক গালে কেহ চড় মারিলে অপর গাল পাতিয়া দিবার" উপদেশ দিয়াছে, তাহাদের মধ্যে জ্ঞানে বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ জাতি কর্ত্তৃক ভাবী যুদ্ধের মারণাস্ত্র হাইড্রোজেন বোমা প্রশান্ত মহাসাগরে বিস্ফোরণের ফলে বাজারে আমদানী যাবতীয় তরি-তরকারী, দুধ, ঘি প্রভৃতি দ্রব্যসমূহে তেজস্ক্রিয়া পরিলক্ষিত হইতেছে। বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই যে দেশের উপর দিয়া বরুণদেব ও পবনদেবের সমবেত তাণ্ডব লীলা কয়েক দিন ধরিয়া সংঘটিত হইল, তাহাও ঐ মানবিক শক্তি হইতে যে হাইড্রোজেন বোমার সৃষ্টি হইয়াছে, তারই বিস্ফোরণের ফল। এই ঘটনা যেন বিশ্বধ্বংসী ভয়ঙ্কর যুদ্ধারম্ভের মাঙ্গলিক অধিবাস।

আমরা বাল্যকালে দিদিমার কাছে এক বিবাহের অধিবাসের ঠ্যালার গল্প শুনিয়াছিলাম। ইহাও যেন তেমনি অধিবাসের ব্যাপার।

এক মস্ত বাঘ এক বনের মধ্যে বাস করিত, তার সামনে মানুষ, গরু, ঘোড়া প্রভৃতি যে কোন জীব পড়িলে তার আর নিস্তার ছিল না। পেটে খিদে থাক আর নাই থাক সে তাকে বধ করিবেই। একদিন এক নাপিত সেই বনের পাশ দিয়ে গ্রামান্তরে ক্ষৌরকর্ম্ম করিবার জন্য যাইতেছিল। বাঘ সম্মুখে আসিয়া তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইল। মানুষের মধ্যে নাপিত খুব ধূর্ত্ত বলিয়া সকলে জানে। [তাকে] বেগতিক দেখিয়া বাঘকে বলিল—ভাই [তো]মার কাছেই এসেছি। নদীপারে এক বাঘিনী আছে, তার বিয়ে হয়নি, সে আমাকে তার জন্য এক বর অন্বেষণ করিতে বলিয়াছে। আমি জানি তোমার বাঘিনী নাই। যদি তুমি বিয়ে কর তবে আমি তাকে বলে তোমাদের শুভ বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করি। নাপিতের কথায় বাঘের খুব আনন্দ হলো। বাঘ তাকে জিজ্ঞাসা করলো—বিয়েতে কি কি আয়োজন করতে হবে? নাপিত এই সুযোগে কিছু রোজগারের ফন্দী করিয়া বলিল—ভাই, যে যেমন পারে সে তেমন খরচ করে। বাঘ যে সব গয়না বা টাকা পয়সা শুদ্ধ লোককে হত্যা করিত তাদের সে সব বনের মধ্যে এক নিবিড় জঙ্গলে রেখে দিত। নাপিতকে সেই স্থানটি দেখিয়ে দিল। নাপিত মাঝে মাঝে সেই সমস্ত জিনিষ ব'য়ে নিয়ে এসে তার অভাব দূর করতো আর বলতো ভাই এই আষাঢ় মাসের শেষে ভাল দিন আছে সেই দিন তোমাদের আট পা একত্র করে দিয়ে তবে আমি নিশ্চিন্ত হবো। এই বলে বাঘকে প্রলোভন দিয়ে জঙ্গলের সব মাল নিয়ে বাড়ীতে মজুদ করলো।

আষাঢ় মাসের দিন তিন বাকী আছে। বাঘ নাপিতের বাড়ীতে এসে পাঁচীল ডিঙিয়ে উঠোনে পড়ে নাপিতকে বিয়ের তাগাদা করলো। আর শাসিয়ে গেল যদি এই দুদিনের মধ্যে বিয়ে না হয়, তোমার বউ, ছেলে-পিলে সকলের ঘাড় মটকাবো। নাপিতের উপস্থিত বুদ্ধির অভাব নাই। সে হেসে উত্তর দিল—আমি দুটো ভাত মুখে দিয়েই তোমার বনে যেতাম, তা প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ তুমি এসে উঠলে। কাল সকাল বেলায় কিছু না খেয়ে আমার বাড়ীতে আসবে। কালই অধিবাস। ঐ দেখ এক টুকরী হলুদ এনেছি। কাল সব বেঁটে গায়ে হলুদ হবে। বাঘ ভারী খুসি হ'য়ে চলে গেল। পর দিন ভোর বেলায় নাপিতের বাড়ীতে উপস্থিত হওয়া মাত্র নাপিতের স্ত্রী এক তাল বাঁটা হলুদ বাঘের গায়ে মাখিয়ে দিল। নাপিত বাজার হ'তে একটি শক্ত নূতন বস্তা কিনে এনে বাঘকে বললে এর মধ্যে ঢুকতে হবে। এটা অধিবাসের স্ত্রী আচার। বাঘ বিবাহের লোভে বস্তায় ঢুকলো। নাপিত তখন বস্তার মুখ খুব শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে, পাড়ার লোক জন ডেকে বড় বড় লাঠি দিয়ে বাঘকে পিটতে লাগলো। বাঘের নড়ন চড়ন নাই দেখে বস্তা শুদ্ধ নদীর জলে ফেলে দিয়ে বাঘের দফা শেষ করলো ভেবে নিশ্চিন্ত হলো। বাঘ বস্তা বাঁধা অবস্থায় নদীর এক জঙ্গল পূর্ণ চড়ায় ঠেকলো। ঐ চড়ায় এক বাঘিনী থাকে, বস্তার মধ্যে কি আছে দেখে দাঁত দিয়ে বস্তা খুলে মৃতপ্রায় বাঘকে বাহির করিল। বাঘের সঙ্গে বাঘিনীর মিলন হইল। মাস কয়েক পর বাঘ একটু বল পেয়ে বাঘিনীর সঙ্গে নদী সাঁতার দিয়ে নাপিতের বাড়ীতে এসে হাজির। বাঘকে দেখে নাপিতের আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হলেও নাপিত সাহস করে নাপতিনীকে দিয়ে উলু উলু ধ্বনি করিয়ে শাঁখ বাজিয়ে তাদের বরণ ক'রে জিজ্ঞাসা করলে—ভাই বউ কেমন? বাঘ উত্তর দিল—ভাই বাঘিনী বেশ হয়েছে। কিন্তু বিয়ের অধিবাসের ঠেলা জীবনে ভুলবো না।

কোন্ কালে কবে যুদ্ধ লাগবে আজ সারা দেশের উপর দিয়ে যুদ্ধের অধিবাসের ঠ্যালা সামাল সামাল ডাক ছাড়িয়েছে। হিন্দুর দেবতা পবন-বরুণ এদের প্রলয় নাচন নাচিয়ে ছাড়লে। সূর্য্যদেবকে পর্দ্দার আড়ালে ঢাকা দিলে। দেখা যাক আড়াই হাজার বছরের মহানির্ব্বাণ প্রাপ্ত বুদ্ধদেবের পঞ্চশীল যদি অকূলে কূল দেয়!

—

নেতাজী তদন্ত কমিশন তামাসা মাত্র

শাহনওয়াজ খানের বিরুদ্ধে অভিযোগ

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীঅমিয়নাথ বসু নেতাজী তদন্ত কমিশনকে একটি তামাসা বলিয়া বর্ণনা করেন। তিনি কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রীশাহ্‌নওয়াজ খানকে এই দুইটি প্রশ্নের উত্তর দিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

১। শ্রীশাহনওয়াজ খান কেন তাঁহার অনভিপ্রেত হইলেই তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিতে অস্বীকার করিতেছেন, এবং

২। যে স্থানে বিমান দুর্ঘটনা হইয়াছিল বলা হইয়াছে, জাপ সরকার তদন্ত কমিশনকে সেখানে লইয়া যাইতে চাহিলেও কমিশন কেন সেখানে যাইতে অস্বীকার করিতেছেন?

—

বিহার স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা

বাঙ্গালী ছাত্রীর কৃতিত্ব

কলিকাতা লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী শ্রীমতী মনীষা বসু এবং শ্রীমতী পূরবী গুহ বিহারের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় সাফল্যের সহিত উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য প্রত্যেকে দুই বৎসরের জন্য ২০৲ টাকা মাসিক বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা সাকচি আমবাগান হাই স্কুল হইতে ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

---

৮৬ বৎসর বয়সে গ্র্যাজুয়েট

জন বি এলির বয়স ৮৬ বৎসর। তিনি এ সপ্তাহে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সঙ্গীত বিদ্যায় গ্র্যাজুয়েটের ডিগ্রী লইয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এত অধিক বয়সে আর কেহ ডিগ্রী পান নাই। ইনি ৭৫টি গান, ৮টি সনেট, ৬টি সিমফনি এবং একখানি অপেরা রচনা করিয়াছেন। আগে বেহালা বাজাইতেন, পাঁচ বৎসর আগে বেহালা ত্যাগ করেন। তিনি বলেন—"আগে আমার আঙুল যেমন চলিত এখন আর তেমন চলে না।"

রাজার চিত্রসমন্বিত ডাকটিকিট ছাড়া অন্যান্য ষ্ট্যাম্প

আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের পর

বিক্রয় ও ব্যবহার বন্ধ

ইণ্ডিয়ান সিকিউরিটি প্রেস রাজার চিত্র সমন্বিত সকল প্রকার ষ্ট্যাম্প ছাপান বন্ধ করিয়া দেওয়ায় পশ্চিম বঙ্গ সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে রাজার চিত্র সমন্বিত ডাক টিকিট ছাড়া অন্যান্য ষ্ট্যাম্প এবং জুডিসিয়াল ও নন্‌-জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্প এই রাজ্যে বিক্রয় ও ব্যবহার আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের পর বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। তবে ১৯৫৭ সালের ১লা জানুয়ারি হইতে ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত জনসাধারণ উত্তম অবস্থার ডাক টিকিট ছাড়া অন্যান্য জুডিয়াল ষ্ট্যাম্প স্থানীয় ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারী হইতে বদলাইয়া সমমূল্যের চালু ষ্ট্যাম্প লইতে পারিবেন।

আগামী ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যে সব জুডিয়াল ষ্ট্যাম্প লাইসেন্সপ্রাপ্ত ষ্ট্যাম্প ভেণ্ডারগণের নিকট থাকিয়া যাইবে, তাঁহারা ১৯৫৭ সালের ৩১শে মার্চ্চের পূর্ব্বে, যে সব ট্রেজারী ও সাব-ট্রেজারী হইতে উহা লইয়াছিলেন সেই সব ট্রেজারী ও সাব-ট্রেজারী হইতে তাহা বদলাইয়া চালু ষ্ট্যাম্প লইবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য ষ্ট্যাম্প সম্বন্ধে রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত প্রযুক্ত হইবে না।

—প্রেস নোট

খেয়া নৌকা হইতে নদীগর্ভে পড়িয়া বালকের মৃত্যু

জঙ্গিপুরের আবদুল আজিজ খলিফা রঘুনাথগঞ্জের উকিল শ্রীশ্রীশচন্দ্র পাঁড়ে মহাশয়ের বৈঠকখানার বারান্দায় বসিয়া সেলাই-এর কাজ করেন। খলিফা সাহেবের ১৫।১৬ বৎসর বয়স্ক পুত্র প্রত্যহ পিতার মধ্যাহ্ন আহারের আহার্য্য লইয়া আসিত। গত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার রঘুনাথগঞ্জ খেয়াঘাটে নৌকায় পার হইবার সময় উক্ত বালক ছাতা ও খাবারের পাত্রসহ নদীগর্ভে পড়িয়া যায়। কিছুক্ষণ পরে নদীতে জাল ফেলা হয়। ছাতা ও খাবারের পাত্রটি জালে উঠে কিন্তু বালককে পাওয়া যায় না। পরদিন বালকের শব দেহ ভাসিয়া উঠে। বালকের শোচনীয় মৃত্যুতে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি।

দরবেশপাড়ায় চুরি

রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়ায় সরকারী মৎস্য বিভাগ এর কর্ম্মচারী শ্রীকেশবচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের বাসায় চুরি হইয়া গিয়াছে। চোরে জানালার শিক বাঁকাইয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া অলঙ্কারপত্র ও নগদ টাকা লইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

সন্তান হত্যার পর আত্মহত্যা

বীরভূম জেলার বোলপুর থানার পারুই ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রবধূ শ্রীমতী ছায়ারাণী দেবী গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। আত্মহত্যার পূর্ব্বে ১৫ মাস বয়স্ক একমাত্র শিশুপুত্র শ্যামলকে হত্যা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। এইভাবে শিশু-সন্তান সহ নিজের আত্মহত্যার চাঞ্চল্যকর ঘটনার কারণ জানা যায় নাই। পারিবারিক অশান্তিই ইহার কারণ বলিয়া অনেকের ধারণা।

শ্যামলের মাতা সকলের অগোচরে যেন পুত্রকে বলিলেন—

শ্যামল আমার!
একা যেতে ভয় পাবে তোর,
সঙ্গে সঙ্গে যাবে তোর—
অভাগী জননী।

কলেরা নিবারণ

—•—

বরফ ও সোডা লেমনেড প্রভৃতি

বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ

কলিকাতায় এবং ধুলিয়ান ও জঙ্গিপুর পৌর সঙ্ঘ এলাকায় কলেরার প্রসার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে পশ্চিম-বঙ্গ সরকার নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, বরফ, আইসক্রীম, সোডা, লেমনেড প্রভৃতি ১৯৫১ সালের কলিকাতা পৌরসঙ্ঘ আইন (১৯৫১ সালের ৩৩নং বঙ্গীয় আইন) বা ১৯৩২ সালের বঙ্গীয় পৌরসঙ্ঘ আইন (১৯৩২ সালের ১৫নং বঙ্গীয় আইন) অনুসারে লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক তৈয়ার করা না হইলে বিক্রয় করা, বিক্রয় করিতে চাওয়া, রাখা, গুদামজাত করা বা বিক্রয়ের জন্য ফেরি করা চলিবে না।

—প্রেসনোট

জঙ্গীপুর কলেজ

—•—

বি-[illegible], আই, এস-সি (বায়োলজি সহ), [illegible] এবং আই, কম্‌ পড়ান হয়। অধ্যাপনার বিশেষ সুব্যবস্থা। ভর্ত্তির জন্য ফরম এবং আবশ্যকীয় তথ্যাদি কলেজ আপিসে সকাল ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত প্রতিদিন পাওয়া যাইবে।

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ম" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১৯

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্
এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।
এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ,
টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে
মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।